দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 2. 1-MAR 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

# চলতি বছর থেকে মাধ্যমিক স্কুলে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও ট্রেডকোর্স চালু এবং কম্পিউটারের সাহায্যে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার গতকাল রোববার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করেন।

তিনি জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে এবার ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৬ষ্ঠ আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে কৃষি বিজ্ঞান পড়ানো হবে। আগামী বছর দশম শ্রেণীতেও আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে এটা অন্তর্ভুক্ত হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, হাঁস-মুরগী প্রতিপালন, গবাদিপশু পালন, ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও বৃক্ষরোপণ এই ৫টি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কৃষি বিজ্ঞানের নতুন সিলেবাস ও বই রচনা করা হয়েছে। তিনি জানান, সারাদেশে প্রায় ১২ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৪০ লাখ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সরকারের এই নতুন উদ্যোগ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মোট ১০০ নম্বরের নতুন এই আবশ্যকীয় বিষয়ের ৬০ নম্বর থাকবে তত্ত্বীয় এবং বাকি ৪০ নম্বর থাকবে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য। ব্যবহারিক ক্লাসে শহর ও গ্রামের সকল ছাত্র-ছাত্রীকেই

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

## চলতি বছর থেকে মাধ্যমিক স্কুলে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক

( ৮-এর পৃষ্ঠার পর )

মাঠে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ছাত্রীরা ইচ্ছা করলে কৃষি বিজ্ঞানের পরিবর্তে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান নিতে পারবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বছর থেকে নবম এবং দশম শ্রেণীতে ট্রেড কোর্স নামে একটি ঐচ্ছিক বিষয় চালু করা হচ্ছে। এই কোর্সে ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যালসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। তবে প্রাথমিকভাবে এবার দেশের ৬৫টি ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সংলগ্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলোতে এই কোর্স চালু করা হচ্ছে। এসকল ভকেশনাল ইনস্টি-টিউট থেকে স্কুলগুলো লজিস্টিক সাপোর্ট গ্রহণ করবে।

এবার থেকে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার খাতা পরীক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এর ফলে পরীক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দূর্নীতি রোধ করা সম্ভব হবে। নতুন প্রবর্তিত এই পদ্ধতিতে উত্তর পত্রের অবজেকটিভ অংশ সরাসরি কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষণ করা হবে। এছাড়া রচনামূলক অংশে পরীক্ষার্থীর নাম রোল নাম্বারের পরিবর্তে বিশেষ ধরনের লিতু কোর্ড ব্যবহার করা হবে। ফলে কোন পরীক্ষকের পক্ষে কোন পরীক্ষার্থীর পরিচয় জানা সম্ভব হবে না। পরীক্ষার হলে পরিদর্শক, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী তার রোল নম্বর ঠিকমত লিখেছে কিনা তা যাচাই করে দেখবেন। এরপর এই রোল নম্বর থেকে উত্তরপত্র আলাদা করে ফেলা হবে। উত্তরপত্রে শুধুমাত্র লিতুকোর্ড থাকবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে কম্পিউটার যখন টেবুলেশনের কাজ করবে তখন লিতুকোর্ড নাম্বার মিলিয়ে পরীক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষাসচিব ইরশাদুল হক জানান, কম্পিউটারের সাহায্যে ওএমআর পদ্ধতিতে প্রতি ঘন্টায় ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর অবজেকটিভ অংশের খাতা দেখা সম্ভব হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষাসচিব বলেন, চলতি শিক্ষা-বর্ষের প্রায় ৩ মাস চলে গেলেও কৃষি বিজ্ঞান বিষয় প্রবর্তনে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ ইতিমধ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং তা বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি জানান, প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ পদে নিয়োগের আগে বিকল্প হিসাবে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের থানা পর্যায়ের মাঠকর্মী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নেয়া হবে। তারা ক্লাস নেয়া থেকে শুরু করে অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে সহযোগিতা প্রদান করবেন। তিনি জানান, এ লক্ষ্যে মৎস্য ও পশুসম্পদ, বন ও পরিবেশ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চুক্তি হয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, একটি বিশেষজ্ঞ টীমের সুপারিশের ভিত্তিতে কৃষি শিক্ষা পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরি-চালক প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া, যুগ্মসচিব শাহ মতিউর রহমান প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।